সংবাদ

তারিখ ... 14 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... ১

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর

নিম্নমানের সাড়ে ৭ হাজার মাল্টিমিডিয়া কেনার পাঁয়তারা

রাকিব উদ্দিন

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে (পিইডিপি-৩) কেনাকাটার নামে চলছে ব্যাপক অনিয়ম ও লুটপাট। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি চক্র এই প্রকল্পটিকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। যোগ্য দরদাতা ঠিকাদারদের বঞ্চিত করে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ ঠিকাদারদের দিয়ে চড়া দামে নিম্নমানের সাড়ে সাত হাজার মাল্টিমিডিয়া কেনা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপান ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন এজেন্সির (জাইকা) ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে বিভিন্ন কেনাকাটার দরপত্র বাতিল করা হয়েছে। এরপরও দুর্নীতিবাজ চক্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, দরপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে সম্প্রতি অখ্যাত ও অভিজ্ঞতাবিহীন একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ৫১ কোটি ৮৩ লাখ টাকার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (৭ হাজার ৪৩৪টি) সরবরাহের প্রাথমিক কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন (কারিগরি) কমিটির কয়েক কর্মকর্তার যোগসাজশে এ অনিয়ম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানান, গত ৩০ মে এবং ১৬ জুন ২টি দরপত্রের মাধ্যমে ৫টি লটে সাত হাজার ৪৩৪টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর কেনার দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়। এর প্রধান শর্ত ছিল দরদাতা প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ১৫০টি মাল্টিমিডিয়া কেনার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

কেনার : পাঁয়তারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রজেক্টর সরবরাহের সন্তোষজনক প্রত্যয়নপত্র দরপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে। এই দরপত্রে অংশ নেয়া অ্যাসোসিয়েশন অব বিজনেস করপোরেশন লিমিটেড বা এবিসিএল, মেসার্স ফ্লোরা টেলিকম লি. এবং ইয়ান-২০০১ প্রাইভেট লিমিটেড চীনের তৈরি নিম্নমানের পণ্য সরবরাহের দরপত্র দাখিল করে। এই তিন প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের পণ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাও নেই।

এছাড়াও এবিসিএলের বিরুদ্ধে 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পে' ~~২০ হাজার ৫০০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর~~ কেনার দরপত্রে 'স্যামসাং বাংলাদেশ' থেকে নকল কার্যাদেশপত্র দাখিল করার অপরাধে তাদের অযোগ্য ঘোষণারও অভিযোগ আছে। আর অভিজ্ঞতা সনদ যথাযথ না হওয়ায় গত ১ জুলাই মেসার্স ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেডের বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য প্রতিবেদন দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক (অর্থ) আবদুল মান্নান।

জানা গেছে, ৭ হাজার ৪৩৪টি মাল্টিমিডিয়া ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়নকারী টেকনিক্যাল কমিটির আহ্বায়ক হলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ। তিনি পিইডিপি-৩ এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। আর টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যরা হলেন অধিদফতরের পরিচালক (অর্থ) এসএম এনামুল হক, উপ-পরিচালক এনামুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট মনোজ কুমার রায়, সহকারী পরিচালক মো. মাহমুদুল হাসান ও প্রোগ্রামার মো. সাইফুল আলম খান।

অযোগ্য ও অভিজ্ঞতাবিহীন প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (অর্থ) এসএম এনামুল হক সংবাদকে বলেন, 'যথাযথ আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করেই কার্যাদেশ দেয়া হয়। তাছাড়া কমিটির সম্মিলিত সিদ্ধান্তেই সবকিছু হয়। কারও একক সিদ্ধান্তে কাউকে কার্যাদেশ দেয়া হয় না।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, দরপত্র ভালোভাবে যাচাই-বাছাই না করেই গত ফেব্রুয়ারিতে একটি অখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে ২৭০টি মাল্টিমিডিয়া কেনার কার্যাদেশ দেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি চক্র। এ অনিয়মের বিষয়ে দৈনিক সংবাদে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হলে ওই দরপত্র বাতিল করা হয়। কিন্তু এ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে কেনাকাটা নিয়ে অনিয়ম চলছেই।